অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ০৩/০২/২০২১ (পৃঃ ০২, ১৩)

# খাদ্য নিরাপত্তা ও নীতি গবেষণায় দক্ষিণ এশিয়ায় ফের শীর্ষে ব্রি

■ সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউট পরিচালিত গ্লোবাল থিঙ্কট্যাঙ্কস জরিপে খাদ্য নিরাপত্তা ও এ-সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে অবস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। গত বছরও ব্রি একই ক্যাটাগরিতে শীর্ষস্থানে ছিল।

সারাবিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন ৬৮টি গবেষণা ও নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালিত এ জরিপে ব্রি দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এবং বিশ্বে ১৬তম অবস্থানে রয়েছে। একই তালিকায় ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি এরিড ট্রপিক (আইসিআরআইএসএটি) ২৯তম, বাংলাদেশের সিপিডির অবস্থান একই বিভাগে ৩৫তম এবং ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ২৯তম স্থানে রয়েছে।

গত ২৮ জানুয়ারি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থিঙ্কট্যাঙ্কস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) এ গবেষণার ফল প্রকাশ করে।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউটের থিঙ্কট্যাঙ্কস এবং সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) বিশ্বব্যাপী সরকার এবং নাগরিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। ২০০৬ সালে সূচকটি চালু হওয়ার পর গ্লোবাল থিঙ্কট্যাঙ্কস সূচক বা জিজিটিটিআইর ১৫তম গবেষণা

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

## খাদ্য নিরাপত্তা

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

প্রতিবেদন এটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্রিসহ ৪৬টি থিঙ্কট্যাঙ্ক রয়েছে, যারা খাদ্য ও এ-সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে কাজ করে। লডার ইনস্টিটিউট বিশ্বজুড়ে এক হাজার ৭৯৬টির বেশি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, একাডেমিয়া, সরকারি-বেসরকারি দাতা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে।

জিজিটিটিআই ইনডেক্সে ২০২০ সালে ১৮টি ক্যাটাগরিতে বিশ্বব্যাপী ১৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে শীর্ষস্থানীয় থিঙ্কট্যাঙ্কস হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্রি ৬৮টি খাদ্য সুরক্ষা ও নীতি গবেষণা সংস্থার মধ্যে ১৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে।

কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য ২০১৯ সালে ব্রি স্পেনভিত্তিক অনলাইন তথ্যভান্ডার র‍্যাঙ্কিং ওয়েব অব ওয়ার্ল্ড রিসার্চ সেন্টারের মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ নানা মানদণ্ডে দেশের সেরা গবেষণা সংস্থার তালিকায় শীর্ষস্থানে ছিল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০৩/০২/২০২১ (পৃঃ ০৩)

# দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশের ব্রি

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউট পরিচালিত গ্লোবাল থিঙ্ক ট্যাংকস জরিপে খাদ্য নিরাপত্তা ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে গবেষণাকারী দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। গত বছরও ব্রি একই ক্যাটাগরিতে শীর্ষ স্থানে ছিল। সারাবিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন ৬৮টি গবেষণা ও নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে ব্রি দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এবং সারা বিশ্বে ১৬তম অবস্থানে রয়েছে। একই তালিকায় ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি এরিড ট্রপিক (আইসিআরআইএসএটি) ২৯তম, বাংলাদেশের সিপিডির অবস্থান একই বিভাগে ৩৫তম এবং ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ২৯তম স্থানে রয়েছে।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৩/০২/২০২১ (পৃঃ ১৬, ১৫)

# খাদ্য নিরাপত্তা ও নীতি গবেষণায় দঃ এশিয়ায় ব্রি শীর্ষে

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউট পরিচালিত গ্লোভাল থিঙ্ক ট্যাঙ্কস জরিপে খাদ্য নিরাপত্তা ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ অবস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং এশিয়ায় দ্বিতীয়তম। গতবছরও ব্রি একই ক্যাটাগরিতে শীর্ষস্থানে ছিল। ব্রির এমন অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় ও ব্রি কর্মকর্তারা যেমন খুশি তেমনি দেশের অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন ভাল কাজের *(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)*

## খাদ্য নিরাপত্তা

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

স্বীকৃতির প্রশংসা করছেন।

সারাবিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন ৬৮টি গবেষণা ও নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে ব্রি দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এবং বিশ্বে ১৬তম অবস্থানে রয়েছে। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থিঙ্ক ট্যাঙ্কস এ্যান্ড সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) এ গবেষণার প্রকাশিত ফলে দেখা গেছে, এ তালিকায় ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি এরিড ট্রপিক (আইসিআরআইএসএটি) ২৯তম, বাংলাদেশের সিপিডির অবস্থান একই বিভাগে ৩৫তম এবং ফিলিপিন্সে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ২৯তম স্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউট (ইরি) অবস্থান ৫৯তম।

ব্রি'র এমন সাফল্য নিয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক জনকণ্ঠকে বলেন, কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণার ওপর আমাদের প্রধানমন্ত্রী সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন এটি তারই ফল। ব্রি আরও এগিয়ে যাক, নতুন নতুন জাত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এই প্রতিষ্ঠান আশা করি আরও ভাল কাজ করবে। সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে উন্নতমানের গবেষণার জন্য। কৃষি মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে বলেন, এমন গৌরবের অর্জন সত্যি আমাদের জন্য আনন্দদায়ক। আমাদের কাজের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকুক সে প্রত্যাশাও করেন। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাজাহান কবীর জনকণ্ঠকে বলেন, আমাদের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক গবেষণায় প্রবেশ করেছে। এটা একটা বিরাট সম্মানের মনে করি। আমরা যে খাদ্য নিরাপত্তায় কাজ করছি তা এতে প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনায় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বধানের কারণেই আজকে আমরা এ রকম একটা অবস্থানে আসতে পেরেছি। এজন্য আমি ব্রি কর্মরত হিসেবে আমার জন্য গৌরবান্বিত বোধ করি। আমরা কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে চালের উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়াকে পেছনে ফেলে তৃতীয় অবস্থানে এসেছি। সামনের দিনগুলোতেও কাজের ধারাবাহিকতা রাখতে চাই।

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউটের থিঙ্ক ট্যাঙ্কস এবং সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) বিশ্বব্যাপী সরকার এবং নাগরিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। ২০০৬ সালে সূচকটি চালু হওয়ার পরে গ্লোবাল থিঙ্ক ট্যাঙ্কস সূচক বা জিজিটিটিআইয়ের ১৫তম গবেষণা প্রতিবেদন এটি।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৩/০২/২০২১ (পৃঃ ১৬,০২)

# বাংলাদেশ থেকে ধানের উন্নত জাত নিতে চায় নেপাল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ থেকে ধানের উন্নত জাত নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে নেপাল। সেই সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য 'সমঝোতা স্মারক' (এমওইউ) স্বাক্ষরের আগ্রহের কথাও জানিয়েছে দেশটি। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ডা. বানশিধর মিশ্র বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ কথা জানান। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রুহুল আমিন তালুকদার, ঢাকার নেপাল দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন কুমার রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে ১০০টির বেশি উন্নত জাতের ধান ও প্রযুক্তি রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো মেগা ভ্যারাইটি। নেপাল এ জাতগুলো বাংলাদেশে থেকে নিতে পারে। নেপালের রাষ্ট্রদূত ডা. বানশিধর মিশ্র বলেন, নেপালের মানুষের প্রধান খাদ্য চাল হলেও নেপাল চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ চাল আমদানি করতে হয়। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে উল্লেখ করে নেপালের রাষ্ট্রদূত বলেন,

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

## বাংলাদেশ থেকে ধানের

১৬ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চায় নেপাল। এজন্য বাংলাদেশ থেকে ধানের জাত নিতে চায় নেপাল। এছাড়া বিভিন্ন ফসল, বীজ, উন্নত জাত, প্রযুক্তি, গবেষণাসহ কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহযোগিতার জন্য 'সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষর করা প্রয়োজন।

নেপালের রাষ্ট্রদূত আদা, এলাচিসহ গরম মসলা বাংলাদেশে সরাসরি রপ্তানির আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমানে ভারত হয়ে এসব পণ্য বাংলাদেশে আসে। ফলে বাংলাদেশে দাম অনেক বেড়ে যায়। সরাসরি বাংলাদেশে আসলে দাম অনেক কম পড়বে বলেও জানান তিনি।

অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (পিটিএ) বিষয়ে রাষ্ট্রদূত জানান, আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের পিটিএ চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। উল্লেখ্য, এর আগে নেপাল ভুটানের সঙ্গে পিটিএ চুক্তি সই করেছে।

THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

তারিখঃ ০৩/০২/২০২১ (পৃঃ ১৩)

# ধানের উন্নতজাত নিতে চায় নেপাল

**যুগান্তর প্রতিবেদন**

বাংলাদেশ থেকে ধানের উন্নতজাত নিতে চায় নেপাল। পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে 'সমঝোতা স্মারক' (এমওইউ) স্বাক্ষর করতে চায় তারা। মঙ্গলবার সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ডা. বানশিধর মিশ্র এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রুহুল আমিন তালুকদারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ও ঢাকার নেপাল দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সাক্ষাৎকালে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। কৃষির অগ্রগতির ফলেই দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর খাদ্যের জোগান অব্যাহত রয়েছে। দেশে ১০০টির বেশি উন্নতজাতের ধান ও প্রযুক্তি রয়েছে; এর মধ্যে অনেকগুলো মেগা ভ্যারাইটি। নেপাল এ জাতগুলো বাংলাদেশ থেকে নিতে পারে। এ ছাড়া দুদেশের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য 'সমঝোতা স্মারকে' বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, নেপাল বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র। আমাদের এ সম্পর্ক অটুট থাকবে। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে উল্লেখ করে নেপালের রাষ্ট্রদূত ডা. বানশিধর মিশ্র বলেন, নেপালের মানুষের প্রধান খাদ্য চাল। কিন্তু নেপাল চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সেজন্য বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চাল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশি ধানের জাত নেপাল নিতে চায়।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 03/02/2021 (Page: B1)

# Nepal keen to import paddy seeds from Bangladesh

STAFF CORRESPONDENT

**Nepal is keen to sign** a Memorandum of Understanding (MoU) with Bangladesh to import improved varieties of paddy seeds from Bangladesh and to cooperate in agriculture.

Nepalese Ambassador to Bangladesh Dr Banshidhar Mishra expressed this interest during a meeting with Agriculture Minister Dr Md Abdur Razzaque at the secretariat on Tuesday, said a press release.

The Nepalese envoy also informed that Bangladesh and Nepal will sign Preferential Trade Arrangement (PTA) deal in next two months.

Dr Banshidhar Mishra showed interest in direct export of spices including ginger and cardamom to Bangladesh.

Direct export to Bangladesh will reduce the present price of the products significantly, he added.

Highlighting Bangladesh's success in agriculture Agriculture Minister Dr Md Abdur Razzaque said that Bangladesh had achieved unprecedented success in agriculture and food production.

Bangladesh has more than 100 improved varieties of paddy and technology and Nepal can take these products from Bangladesh, he added.

In addition, initiatives will be taken to sign a MoU on agricultural cooperation between the two countries.

Mentioning that Bangladesh has made remarkable progress in paddy production, Dr Banshidhar Mishra said Nepal is not self-sufficient in paddy production; hence, a lot of paddy needs to be imported every year.

**Nepalese Ambassador to Bangladesh Dr Banshidhar Mishra exchanges views with Agriculture Minister Dr Md Abdur Razzaque at the secretariat in the capital on Tuesday.**

"Nepal wants to take Bangladeshi paddy variety seeds to increase the production," he added.

The Agriculture Minister said that Nepal is a genuine friend of Bangladesh and Bangladesh has a deep relationship with Nepal.

"I believe that our relationship will remain intact and cooperation in all fields including economic, social and cultural will increase further in the future," he added.

He also said that efforts would be made to further strengthen and enhance the ongoing connectivity with Bangladesh.

Agriculture Additional Secretary Md Ruhul Amin Talukder among others, were also present on the occasion.

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ০৩/০২/২০২১ (পৃঃ ১৫)

# ধানের উন্নত জাত নিতে ও সমঝোতা স্মারক করতে চায় নেপাল: কৃষিমন্ত্রী

■ যায়যায়দি রিপোর্ট

নেপালের মানুষের প্রধান খাদ্য চাল। কিন্তু নেপাল চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; তাদের চাল আমদানি করতে হয়। সেজন্য, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চাল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এদেশের ধানের জাত নেপাল নিতে চায়। এছাড়া, বিভিন্ন ফসল, বীজ, উন্নতজাত প্রযুক্তি, গবেষণাসহ কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে 'সমঝোতা স্মারক' (এমওইউ) স্বাক্ষর করতে চায় নেপাল। মঙ্গলবার ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ডা. বানশিধর মিশ্র কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপির সঙ্গে সচিবালয়ে সাক্ষাৎকালে এ আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রুহুল আমিন তালুকদার, উপসচিব মাকছুমা আকতার, ঢাকার নেপাল দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। কৃষির অগ্রগতির ফলেই দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর খাদ্যের জোগান অব্যাহত রয়েছে। দেশে ১০০টির বেশি উন্নত জাতের ধান ও প্রযুক্তি রয়েছে; এর মধ্যে অনেকগুলো মেগা ভ্যারাইটি।

ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে উল্লেখ করে নেপালের রাষ্ট্রদূত ডা. বানশিধর মিশ্র বলেন, আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের পিটিএ চুক্তি স্বাক্ষর করতে চাই। এর আগে নেপাল ভুটানের সঙ্গে পিটিএ চুক্তি সই করেছে। দ্বিতীয় দেশ হিসেবেবাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তিটি সই হবে।